সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার অষ্টম বুযুর্গের জীবনী

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৪
WEEKLY BOOKLET:294

ফয়যানে ইমাম আলী রযা رحمۃ اللہ علیہ

- সৈয়দ বংশের বরকত
- আসমান ও জমিনে রযা
- ইমাম আলী রযার দশটি কারামত
- ইমাম আলী রযার জ্ঞানময় মর্যাদা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে ইমাম আলী রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"ফয়যানে ইমাম আলী রযা** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করো এবং তার পিতামাতা ও পরিবারবর্গসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। (মুসলিম, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৭২)

হযরত শেখ আবু আবদুল্লাহ রাসসা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: রহমত পুরস্কারকে বলা হয় (এই বর্ণনাটির মর্ম হলো:) **আল্লাহ পাক** বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনবরত পুরস্কার প্রদান করেন। কাজী আবু আবদুল্লাহ সাক্কাকি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** "একটি রহমত" পৃথিবী ও যাকিছু এতে বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে উত্তম। তবে তার ব্যাপারে কিরূপ ধারণা করো, যাকে **আল্লাহ পাক** দশটি রহমত দ্বারা ধন্য করেন, **আল্লাহ পাক** দশটি রহমত দ্বারা সেই বান্দার উপর থেকে কতগুলো বিপদাপদ দূরীভূত করবেন এবং সেই দশটি রহমতে সেই বান্দার

www.dawateislami.net

কতগুলো বরকত অর্জিত হবে। শায়খ আবু আতাউল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** যার প্রতি একটি রহমত অবতীর্ণ করবেন, তা তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে, তবে যার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন তার অবস্থা কিরূপ হবে? (মাতালিয়ুল মুসাররাত, ৩০ পৃষ্ঠা)

রহমত দা দরিয়া ইলাহি হারদম ওয়াগদা তেরা,
জে ইক কতরা বখশে মেনুঁ কাম বন জাবে মেরা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দ বংশের বরকত

খোরাসানের বিখ্যাত শহর নিশাপুরের বাজারে একজন সুদর্শন যুবকের আগমন হলো, তখন ছাউনির কারণে ভক্তরা সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হলো। দু'জন হাদীসের হাফিযের সাথে অসংখ্য ইলম ও হাদীসের শিক্ষার্থী খেদমতে এসে কাঁদতে কাঁদতে আরয করতে লাগলো: জনাব! আপনার নূরানী চেহারা দেখিয়ে আপনার সম্মানিত পূর্বপুরুষের একটি হাদীসে পাক আমাদের সামনে বর্ণনা করুন। বাহন থেমে গেলো এবং গোলামদের আদেশ দিলেন পর্দা সরিয়ে দাও, সৃষ্টি জগতের চক্ষুসমূহ পবিত্র সৌন্দর্য্যর দীদারে শীতল হলো। সুন্নাতে রাসুলের চমৎকার প্রতিচ্ছবি ছিলেন, বরকতময় কাঁধে বাবরি চুল দুলছিলো। পর্দা সরতেই **আল্লাহ**র সৃষ্টিকুলের এমন অবস্থা হলো যে, কেউ চিৎকার করতে লাগলো, আবার কেউ কাঁদতে লাগলো আর কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, কেউ বাহনের রশি চুম্বন করতে লাগলো। এমতাবস্থায় ওলামায়ে কিরামগণ বললেন: চুপ! সবাই চুপ হয়ে গেলো। হাফিযে হাদীস হযরত ইমাম আবু যুরআ রাযি ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আসলাম তুসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا হাদীস পাক বর্ণনা করতে

www.dawateislami.net

অনুরোধ করলেন। সেই সুন্দর যুবক ছিলেন নবী পরিবারের নয়নমণি ও প্রদীপ, শেরে খোদার বাগানের ফুল এবং সায়্যিদা ফাতেমা যাহরার শাহজাদা কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার অষ্টমতম পীর ও মুর্শিদ হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। দয়ার সাগরে জোয়ার এলো আর তিনি হাদীসে পাক বর্ণনা করা শুরু করলেন:

حَدَّثَنِيۡ اَبِيۡ مُوۡسَى الۡكَاظِمِ عَنۡ اَبِيۡهِ جَعۡفَرِ الصَّادِقِ عَنۡ اَبِيۡهِ مُحَمَّدِ الۡبَاقِرِ عَنۡ اَبِيۡهِ زَيۡنِ الۡعَابِدِيۡنَ عَنۡ اَبِيۡهِ الۡحُسَيۡنِ عَنۡ اَبِيۡهِ عَلِيِّ بۡنِ اَبِيۡ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنۡهُمۡ قَالَ حَدَّثَنِيۡ حَبِيۡبِيۡ وَقُرَّةُ عَيۡنِيۡ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِيۡ جِبۡرِيۡلُ قَالَ سَمِعۡتُ رَبَّ الۡعِزَّةِ يَقُوۡلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ حِصۡنِيۡ فَمَنۡ قَالَهَا دَخَلَ حِصۡنِيۡ وَمَنۡ دَخَلَ حِصۡنِيۡ اَمِنَ مِنۡ عَذَابِيۡ

অনুবাদ: ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে আমার সম্মানিত পিতা ইমাম মুসা কাযিম হাদীসে পাক বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম জাফর সাদিক থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকির থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম জয়নুল আবেদিন থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম হোসাইন থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা আলী বিন আবি তালিব رَضِيَ اللهُ عَنۡهُمۡ থেকে, তিনি বলেন: "আমার হাবীব ও চোখের শীতলতা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; জিব্রাইল আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি **আল্লাহ পাককে** ইরশাদ করতে শুনেছি; "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ হলো আমার দুর্গ, যে এটা বলবে সে আমার দুর্গে প্রবেশ করলো, আমার আযাব থেকে নিরাপদ রইলো।" এই হাদীসে পাক বর্ণনা করতেই পর্দা ছেড়ে দেয়া হলো এবং হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেখান থেকে চলে গেলেন, এই

www.dawateislami.net

হাদীসে পাকের লেখকের সংখ্যা গণনা করা হলো তখন তা ২০ হাজারেরও বেশি ছিলো। (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২০৫ পৃষ্ঠা)

কোটি কোটি হাম্বলিদের মহান ইমাম, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মুবারক সনদ[১] যদি কোন পাগলের উপর পাঠ করা হয় তবে অবশ্যই সে পাগলামী থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

(আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২০৫ পৃষ্ঠা)

নাম তেরা শাহা হার মরয কে লিয়ে,
নাম লেওয়োঁ কো তেরে দাওয়া হু গেয়া।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৭২ পৃষ্ঠা)

সৌভাগ্যমন্ডিত জন্ম (Holy Birth)

হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্তৃক "সিয়ারুল আলামুন নাবলা"য় শুভজন্মের সাল ১৪৮ হিজরীতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বছরেই তাঁর দাদাজান হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফ হয়। (সিয়ারু আলামুন নাবলা, ৮/২৪৮) আর কোন কোন কিতাবে তাঁর শুভজন্মের সাল ১৫৩ হিজরিও রয়েছে। (শাওয়াহিদুন নবুয়ত, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর বরকতময় নাম "আলী", উপনাম "আবুল হাসান"। তাঁর উপাধি হলো সাবির, যাকি (অর্থাৎ বুদ্ধিমান) এবং রযা। (তাযকিরায়ে মাশায়েখে কাদিরিয়া বারাকাতিয়া, ১৬৫ পৃষ্ঠা) আর একটি উপাধি হলো জামিন অর্থাৎ জামিনদার। (মালফুযাতে আলা হযরত, ৩৮২ পৃষ্ঠা) কথিত আছে: তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছয়, সাত বা আট শাওয়ালুল মুকাররম শুক্রবার মদীনায়ে পাকে জন্মগ্রহণ করেন।

(ওয়াফিয়াতুল আয়ান, ২/২৩৬)

---

১. বর্ণনার ঐ ধারাবাহিকতা, যা হাদীসের মতন পর্যন্ত রয়েছে, তাকে সনদ বলা হয়।
(নিসাবে উসুলে হাদীস, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আসমান ও জমিনে রযা

“শাওয়াহিদুন নবুওয়াতে” রয়েছে: হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাক** তাঁর নাম রেখেছেন “রযা” কেননা তিনি আসমানে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও জমিনে **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি ছিলেন। (শাওয়াহিদুল নবুয়ত, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নে দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান তাঁর দাদীজান হযরত বিবি হুমাইদা বারবারীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কানিয (দাসী) ছিলেন, এক রাতে হযরত বিবি হুমাইদা বারবারীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার এই দাসীকে তোমার ছেলে মুসা কাজিমের সাথে বিবাহ দিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** তাঁর থেকে পৃথিবীর একজন সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তির জন্ম দিবেন।

(শাওয়াহিদুন নবুয়ত, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

জন্মের সাথেসাথেই দোয়া

তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান বলেন: যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমার গর্ভে ছিলেন তখন আমি কোন প্রকার বোঝা অনুভব করিনি এবং ঘুমানোর সময় আমি আমার পেটে سُبْحٰنَ الله ও اَللهُ اَكْبَر এর আওয়াজ শুনতে পেতাম। আমার মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করতো এবং আমি জাগ্রত হয়ে যেতাম, তখন আর কোন আওয়াজ শুনা যেতো না। যখন হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সৌভাগ্যময় জন্ম হলো, তখন তিনি তাঁর মুবারক

হাত মাটিতে রাখলেন এবং আকাশের দিকে মুখ তুললেন আর ঠোঁট মুবারক নড়াচড়া করছিলো, এমন মনে হচ্ছিলো যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করছেন। (মাসালিকুস সালিকীন, ১/২২৯)

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় বরকতময় আলোচনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তাঁর মুরীদ ও তালিবদেরকে দৈনিক পড়ার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ الۡمُبِیۡن যেই শাজারা শরীফ প্রদান করেছেন, তাতে হযরত ইমাম মুসা কাযিম, তাঁর শাহজাদা হযরত ইমাম আলী রযা এবং তাঁর পিতা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ওসিলায় এভাবে দোয়া করেছেন:

সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কর,
বে গযব রাযি হো কাযিম আউর রযা কে ওয়াস্তে।

শব্দের অর্থ: **সিদক:** সত্য। **সাদিক:** সত্যবাদী। **তাসাদ্দুক:** সদকা। **সাদিকুল ইসলাম:** প্রকৃত মুসলিম

দোয়ার পংক্তিটির অর্থ: হে **আল্লাহ পাক**! তোমাকে হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সত্যবাদীতার দোহাই! আমাকে ঈমানের নিরাপত্তা দান করো এবং হযরত ইমাম মূসা কাযিম ও তাঁর শাহজাদা হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمَا এর ওসিলায় বিনা গজবে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম আলী রযার দরবারে ইমামে ইশক ও মুহাব্বাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আবেদন করেন:

www.dawateislami.net

যামিন সামিন রযা বার মান নিগাহে আয রযা,
খুশাম রা শায়ানম ও গোয়েম রেযা ইমদাদ কুন।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ হে আমাদের অষ্টম ইমামে যামিন অর্থাৎ জামিনদার! আমার প্রতি তোমার সন্তুষ্টি ও দয়ার দৃষ্টি প্রদান করো, আমি তিরস্কারের যোগ্য কিন্তু আমি আপনার খেদমতে আবেদন করছি, হে ইমাম আলী রযা! আমাকে সাহায্য করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরবী শাজারা

মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরূদ শরীফের বাক্য দ্বারা একটি দীর্ঘ আরবী শাজারা লিপিবদ্ধ করেছেন, এতে হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতময় আলোচনা এভাবে করেছেন; "اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِكۡ عَلَيۡهِ وَعَلَيۡهِمۡ وَعَلَى الۡمَوۡلَى السَّيِّدِ الۡاِمَامِ عَلِيِّ بۡنِ مُوۡسَى الرِّضَا رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا"

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ পাক**! তুমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এবং সরদার ও মাওলা ইমাম আলী বিন মুসা রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং তাঁদের উপর বরকত অবতীর্ণ করো। **(তারিখে শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া, ১০৮ পৃষ্ঠা)**

তেরি নাসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা,
তু হে এ্যইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পবিত্র জীবনি

হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অত্যন্ত মেধাবী ও সুন্দর ছিলেন। তিনি অধিক রোযা রাখতেন এবং স্বল্প নিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। অন্ধকার রাত্রে **আল্লাহ**র পথে খয়রাত করতেন। নম্রতা ও অনাড়ম্বরতার অবস্থা এমন ছিলো যে, গ্রীষ্মকালে চাটাইয়ের উপর ও শীতকালে একটি ছালার চট বা কম্বলের উপর বসতেন এবং গোলামদের সাথে বসে একই দস্তরখানায় খাবার খেতেন। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

সাওয়াবের কাজ কেন ছাড়বো? (ঘটনা)

একজন সৈনিক যে তাঁকে চিনতো না, সে তাঁর কাছ থেকে কোন সেবা নিতে লাগলো, এমন সময় এক ব্যক্তি যে তাঁকে চিনতো, সে সৈনিককে উচ্চস্বরে ডেকে বললো: হে ব্যক্তি! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তান থেকে সেবা নিচ্ছো? যখন সৈনিক তাঁর মহান শান সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করতে লাগলো: জনাব! আমি যখন আপনাকে সেবার জন্য বলছিলাম তখন আপনি বারণ করেননি কেনো? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই সুন্দর উত্তর দিয়ে বললেন: "যেই কাজের জন্য আমি সাওয়াব পাবো, সেই কাজটি কেনো করবো না?"

(তাযকিরায়ে মাশায়িখ কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা ইমামে পাকের বিনয় দেখলেন? মহান শান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পরও সেবা করাতে লজ্জিত হননি এবং কত সুন্দর উত্তর দিলেন। হায়! আমরাও

www.dawateislami.net

যেনো সাওয়াব অর্জনের কাজ করি এবং এমন কাজ, এমন বৈঠক থেকে বিরত থাকি, যা আমাদেরকে নেকী প্রদানকারী কাজ থেকে বঞ্চিত করে। আমাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অগণিত কারামত রয়েছে। ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কয়েকটি কারামত পড়ুন এবং নিজের অন্তরে ইমাম আলী মকামের ভালোবাসা বৃদ্ধি করুন।

ইমাম আলী রযার দশটি কারামত

(১) মনের কথা জেনে গেলেন

কুফার একজন লোকের বর্ণনা হলো: আমি যখন খোরাসানে যাওয়ার জন্য কুফা থেকে বের হলাম, তখন আমার মেয়ে আমাকে একটি উন্নত কাপড় দিয়ে বললো: এটি বিক্রি করে আমার জন্য একটি ফিরোযা (এক প্রকার মূল্যবান পাথর) কিনে আনবেন। আমি যখন মারু নামক এলাকায় পৌঁছলাম, তখন হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাদেমগণ আমাকে এসে বললো: আমাদের এক বন্ধু ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তার কাফনের জন্য এই কাপড়টি আমাদের বিক্রি করে দিন। আমি বললাম: আমার কাছে কোন কাপড় নেই। একথা শুনে তারা চলে গেলো, কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে এলো ও বলতে লাগলো: আমাদের মুনিব তোমাকে সালাম দিয়ে বললেন: তোমার কাছে একটি কাপড় আছে যা তোমার মেয়ে তোমাকে দিয়েছিলো, যাতে তা তুমি বিক্রি করো এবং তার জন্য ফিরোযা কিনতে পারো। আমরা এর যথার্থ মূল্য নিয়ে এসেছি। আমি কাপড়টি দিয়ে দিলাম এবং তারপর মনে মনে ভাবলাম যে, কয়েকটি

www.dawateislami.net

মাসআলা তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করি, দেখি কি উত্তর দেন, অতঃপর আমি কয়েকটি মাসআলা একটি কাগজে লিখে পরদিন ভোরে তাঁর মহা মর্যাদাময় বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গেলাম, সেখানে অনেক লোকের সমাগম ছিলো, কিন্তু কেউ সহজে তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছিলো না, আমি অবাক ও চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, হঠাৎ তাঁর একজন খাদেম বাইরে এলো আর আমার নাম ধরে ডেকে আমাকে একটি কাগজ দিয়ে বললো: হে অমুক! এটা হলো তোমার প্রশ্নের উত্তর। যখন আমি এই কাগজটি খুলে লেখাটি পড়লাম, তখন দেখলাম তা আসলেই আমার প্রশ্নের হুবুহু উত্তর ছিলো। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াতি, ৪৮৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) তীব্র বাতাস শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো

হযরত সায়্যিদুনা আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, তিনি যখন খলিফা মামুনুর রশীদের ঘরে সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন দরজায় কর্তব্যরত খাদেমদের পর্দা সরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব থাকতো, তারা সবাই ও অন্যান্য খাদেমরা তাঁকে স্বাগত জানাতো এবং সালাম নিবেদন করতো, অতঃপর পর্দা সরাতো যাতে তিনি ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। যখন মামুনুর রশিদ তার পরবর্তি উত্তরসূরি হিসাবে ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কে নিযুক্ত করলেন, তখন মামুনের ডানে বামে বসা কিছু লোকের তা পছন্দ হলো না। এই উদ্বেগের কারণে مَعَاذَ الله হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর প্রতি তারা ক্ষুব্ধ হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

তারা পরস্পর পরামর্শ করলো যে, এবার যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "খলিফা"র সাথে দেখা করতে আসবেন, তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিবো এবং দরজার পর্দা সরাবো না। এতে সবাই একমত হয়ে গেলো, তারা পরামর্শ করে বসতে না বসতেই, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাশরিফ নিয়ে আসলেন এবং তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী সাক্ষাত করতে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন ঐ লোকেরা তাদের পরামর্শ অনযায়ী আমল করার সাহস হলো না, সুতরাং সবাই দাঁড়ালো, স্বাগত জানালো এবং দরজার পর্দাও পূর্বের ন্যায় সরিয়ে দিলো। যখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করোনি। অতঃপর এটা সিদ্ধান্ত হলো যে, এখন যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে আসলে তখন অবশ্যই আমরা আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবো। পরদিন যখন তিনি যথারীতি এলেন, এবার তো তারা দাঁড়িয়ে গেলো এবং সালামও করলো, কিন্তু পর্দা তুললো না, তৎক্ষণাৎ তীব্র বাতাস প্রবাহিত হলো, তা পর্দাগুলো সরিয়ে দিলো এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বাইরে বের হওয়ার সময়ও তীব্র বাতাস তার জন্য পর্দাগুলো সরিয়ে দিলো। এখন এসব দেখে তারা সবাই একে অপরের মুখ দেখতে লাগলো ও বলতে লাগলো; "**আল্লাহ পাকে**র নিকট এই ব্যক্তির অনেক উচ্চ মর্যাদা রয়েছে এবং তাঁর উপর **আল্লাহ পাকে**র বিশেষ দয়া রয়েছে, দেখলে তো! কিভাবে বাতাস এলো এবং তিনি ভেতরে যাওয়ার সময় কিভাবে পর্দা উঠিয়ে দিলো, তাই নিজেদের পরামর্শ বাদ দাও এবং পুনরায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করো।" (জামে কারামাতে আউলিয়া,

www.dawateislami.net

২/৩১২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) ১৭টি খেজুর

এক ব্যক্তি বর্ণনা করলো: আমি স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করলাম, **তিনি** আমাদের শহরে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং যেই মসজিদে হাজীরা অবস্থান করে সেখানে অবস্থান করলেন। আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করলাম। তাঁর সামনে একটি বড় প্লেট রাখা ছিলো। যাতে সায়হানি খেজুর ছিলো। **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে এক মুষ্টি খেজুর আমাকে প্রদান করলেন। আমি সেগুলো গণনা করে দেখলাম, তবে তাতে ১৭টি খেজুর ছিলো। আমি এর ব্যাখ্যায় এটা পেলাম যে, আমার বয়স এখনও সতেরো বছর বাকি আছে, এই ঘটনার কয়েকদিন পর আমি শুনলাম যে, হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সেই মসজিদে আগমন করেছেন, তখন আমি অনতিবিলম্বে তাঁর মহিমান্বিত খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁকে সেই স্থানেই উপবিষ্ট দেখলাম যেখানে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর নিকটও একই ধরনের একটি বড় পাত্র ছিলো। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম আরয করলাম, তখন তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে তার কাছ ডেকে এক মুঠো খেজুর দিলেন, আমি সেগুলো গুনে দেখলাম সেখানেও ১৭টি খেজুর ছিলো, আমি আরয করলাম: "হে রাসুলের বংশধর! আমার তো আরো বেশি খেজুরের চাহিদা রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: যদি **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তোমাকে এর চেয়ে বেশি খেজুর দিতেন তবে আমিও তোমাকে বেশি দিতাম। (জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/৩১১) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিল কি জু বাত জানলে রৌশন যমির হে,
উস মরদে বা সাফা কো হামারা সালাম হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে দিলেন

হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন: হে **আল্লাহর** বান্দা! যা চাও তার অসিয়ত করো এবং যেই বিষয়টি (অর্থাৎ মৃত্যু) ভয় পাও না তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এই কথোপকথনের তিনদিন পরেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেলো। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াতি, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

(৫) আরবী ভাষা প্রদান করা

আবু ইসমাইল সিন্ধি নামের এক ব্যক্তির বর্ণনা যে, আমি যখন হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলাম, তখন আমি আরবীর "আলিফ" পর্যন্ত জানতাম না, আমি তাঁকে সিন্ধি ভাষায় সালাম করলাম এবং তিনিও আমাকে সিন্ধি ভাষাতেই উত্তর দিলেন। এরপর আমি আমার ভাষায় অনেক প্রশ্ন করলাম এবং তিনিও আমার ভাষায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অতঃপর ফিরে আসার সময় আমি আরয করলাম: হুযুর! আমি আরবী জানি না। আপনি দোয়া করুন যাতে আমি আরবী শিখে নিতে পারি। তিনি তাঁর হাত মুবারক আমার

www.dawateislami.net

ঠোঁটে বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আমি আরবীতে কথা বলতে শুরু করলাম। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াতি, ৪৮৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৬) পাখির ফরিয়াদ শুনে নিলেন

এক ভদ্রলোক বর্ণনা করেন: একদিন আমি হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর সাথে একটি বাগানে কথা বলছিলাম, হঠাৎ একটি পাখি মাটিতে এসে পড়লো এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ তা দেখে বললেন: হে ব্যক্তি! তুমি কি জানো, পাখিটি কি বলছে? আমি আরয করলাম: **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পুত্রই ভালো জানেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বললেন: পাখিটি বলছে যে, তার ঘরে একটি সাপ এসেছে, যে তার বাচ্চাদের খেতে চাচ্ছে। অতঃপর তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ আমাকে বললেন: উঠো! আর ঐ সাপটিকে শেষ করে দাও। আমি উঠলাম এবং গিয়ে দেখলাম আসলেই সেখানে সাপ রয়েছে। আমি তা দেখামাত্রই লাঠি দিয়ে মেরে ফেললাম। (শাওয়াহিদুন নবুয়াতি, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৮) দু'জন সন্তানের জন্ম হলো

বকর বিন সালেহ বলেন: আমি হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: আমার স্ত্রী গর্ভবতী, **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের দরবারে দোয়া করুন, যেনো পুত্র দান করেন। তিনি বললেন: তার পেটে দু'জন সন্তান রয়েছে। যখন তাদের জন্ম হবে তখন একজনের নাম মুহাম্মদ এবং অপরজনের নাম উম্মে আমর রাখবে। বকর বিন সালিহ বলেন: আমি কুফায় চলে এলাম। যেমনটি হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছিলেন, তেমনই আমার দু'জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে, আমি ছেলের নাম মুহাম্মদ এবং মেয়ের নাম উম্মে আমর রাখলাম। (জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/৩১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) নামাযের বরকতে ঋণ পরিশোধ

নবুয়তের বংশের বাগানের সুবাসিত ফুল হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার অধিক ঋণগ্রস্ত হয়ে গেলেন। ঋণদাতাদের দাবী বেড়ে যাওয়ায় তিনি সকল ঋণদাতাদের ডাকলেন এবং চাটাই বিছিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর সেই চাটাইয়ের নিচ থেকে ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করা শুরু করলেন, তখন প্রায় আটচল্লিশ (৪৮) হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। (মাসালিকুস সালিকীন, ১/২৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) জীবন্ত ব্যক্তি মারা গেলো

একবার কিছু লোক مَعَاذَ الله পরীক্ষা নেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে একজন জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যাতে তিনি জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। যখনই তিনি নামায পড়াবেন, তখন মৃত ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়িয়ে যাবে আর তিনি লজ্জিত হবেন। যখন তিনি নামায পড়িয়ে

www.dawateislami.net

দিলেন এবং তারা চাদর সরালো তখন তারা সেই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলো, তখন তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত হলো। অবশেষে কান্নাকাটি করে তারা নিজেদের মৃত ব্যক্তিটিকে কাফন দাফন করে দিলো, যখন তিনদিন অতিবাহিত হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মৃত ব্যক্তির কবরে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: قُمْ بِاِذْنِ الله অর্থাৎ **আল্লাহ**র হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ সেই মৃত ব্যক্তিটি জীবিত হয়ে গেলো। (মাসালিকুস সালিকীন, ১/২৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) ওফাতের পূর্বে জানিয়ে দিলেন

এক ভদ্রলোক বর্ণনা করেন: আমি আবুল হাসান আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে মিনায় ছিলাম, খলিফা হারুনুর রশিদের উজির "খালিদ বারমকী" সেখান দিয়ে গমন করলো। সে ধুলোবালির কারণে নিজের মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো। হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে দেখে বললেন: এই নিরীহ লোকটি জানে না যে, এ বছর তার সাথে কি ঘটতে যাচ্ছে। তার সাথে যা হবার তা হবেই! অতঃপর বললেন: এরচেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, আমি এবং হারুনুর রশীদ দুই আঙ্গুলের ন্যায়। তিনি শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যম আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমি জনাব আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হারুনুর রশিদের ব্যাপারে বলা কথাটি তখনই বুঝতে পেরেছি যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করলেন এবং তাঁকে হারুনুর রশিদের সাথে দাফন করা হলো। (জামে কারামতে আউলিয়া, ২/৩১৩)

www.dawateislami.net

অউর জিতনে হে শাহাজাদে উস শাহ কে,
উন সব আহলে মাকানত পে লাখো সালাম।
উনকি বালা শারাফত পে লাখো দুরুদ,
উন কি ওয়ালা সিয়াদত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রদত্ত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি

আল্লাহ পাক হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে মহান জ্ঞানময় মর্যাদা ও উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে দিতেন। ইব্রাহীম বিন আব্বাস বলেন: আমি তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম দেখিনি। খলিফা মামুনুর রশিদ প্রায়ই পরীক্ষামূলক তাঁকে প্রশ্ন করতেন আর তিনি তাকে সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

কথিত আছে: লাখো মালেকিদের মহান ইমাম, ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যুগে যৌবনে ফতোয়া অর্থাৎ শরয়ী মাসআলার উত্তর দিতেন। (সিয়রে আলামুল নাবলাহ, ৮/২৪৮) মামুনুর রশিদ তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই কারণেই তিনি তার মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছেন। (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ২০৪ পৃষ্ঠা)

বিনম্র দোয়া

আবু চাল্‌ত বলেন: আমি হযরত আলী ইবনে মূসা কাযিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে আরাফাতের ময়দানে উকুফের স্থানে দাঁড়িয়ে এই দোয়া

www.dawateislami.net

করতে শুনেছি: হে **আল্লাহ পাক**! যেভাবে তুমি আমাকে তোমার রহমতের চাদরে আবৃত করেছো, যা আমি জানি না, তদ্রুপ তুমি আমাকে ক্ষমা করো যা তুমি জানো এবং যেভাবে তুমি আমাকে অফুরন্ত জ্ঞানে ধন্য করেছো, তেমনি আমাকে তোমার অফুরন্ত ক্ষমা দ্বারা ধন্য করো আর যেমনিভাবে তুমি তোমার আপন মারিফত ও পরিচয় দান করে সম্মানিত করেছো তেমনিভাবে তুমি এর সাথে তোমার ক্ষমাও মিলিয়ে দাও, হে সম্মানিত ও নেয়ামত সম্পন্ন! **(সিয়রে আলামুল নাবলাহ, ৮/২৪৯)**

রহস্যে ভরা কিতাব

হযরত আল্লামা সৈয়দ শরীফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দু'টি গ্রন্থ হলো জুফর ও জামেয়া।[১] তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই দু'টি কিতাবে আক্ষরিক জ্ঞানের আলোকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত যত ঘটনা সংঘটিত হবে, সবই বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাঁর বংশধরের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইমামগণ এই কিতাবদ্বয়ের রহস্য জানে এবং এর থেকে বিধানাবলী বর্ণনা করেন। সুতরাং খলিফা মামুনুর রশিদ যখন হযরত ইমাম আলী রযা বিন ইমাম মুসা কাযিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিজের পরবর্তী খলিফা নিয়োগের খেলাফতনামা লিখেন। তখন ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা গ্রহণ করে উত্তরপত্রে লিখেন: তুমি

১. আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জুফর নিশ্চয় খুবই নিপুন জায়িয একটি শাস্ত্র। আহলে বাইতে কিরামের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ নিকট এর জ্ঞান রয়েছে, আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর বিশেষ লোকদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন এবং সায়্যিদুনা ইমাম জুফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এটি গ্রন্থাকারে নিয়ে আসেন, জাফর নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। আল্লামা সৈয়দ শরীফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরহে মাওয়াকিফে বলেন: ইমাম জাফর সাদিক বিশদভাবে **মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন** লিপিবদ্ধ করেছেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৬৯৭)**

www.dawateislami.net

আমাদের অধিকার স্বীকার করেছো, তাই আমি তোমার খেলাফত গ্রহণ করলাম, কিন্তু জুফর ও জামেয়া বলছে: এই কাজ পূরণ হবে না। (অতএব এমনি হলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মামুনুর রশিদের জীবদ্দশাতেই শাহাদাত বরণ করেন।) (শরহে মাওয়াকিফ, ৬/২৩)

আমিনা রামলিয়া বিনতে মুসা কাযিম (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আহলে বাইত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক বংশ কারামত ও বেলায়তের উৎস ছিলো। তাই তো হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বোন হযরত বিবি আমেনা রামলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর মহিমান্বিত খেদমতে হাম্বলিদের মহান ইমাম, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাধ্যমে দোয়ার আবেদন করেছিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এভাবে দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! বিশর হাফি ও আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا কে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বর্ণনা হলো: সেই রাতে আকাশ থেকে একটি চিরকুট আমাদের বাড়িতে এসে পড়লো, যাতে بِسْمِ الله এর পর লেখা ছিলো: "আমি বিশর হাফি ও আহমদ বিন হাম্বলকে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছি এবং আমার নিকট তাঁদের উভয়ের জন্য আরো নেয়ামত রয়েছে।" (জামে কারামাতে আউলিয়া, ১/৩৮৪) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমি হারাম বস্তু গ্রহণ করিনা

হযরত আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাইল নাবহানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: হযরত বিবি আমেনা বিনতে সায়্যিদুনা ইমাম মুসা কাযিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا এর কবর শরীফের পাশে কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনা যেতো। একবার এক ব্যক্তি দরবারের খাদেমের নিকট কিছু যয়তুনের তেল নিয়ে এলো এবং খাদেম থেকে প্রতিশ্রুতি নিলো যে, এসব তেল এক রাতেই পোড়াতে হবে, খাদেম প্রদীপে তেল ঢাললো এবং প্রদীপ জ্বালাতে চাইলো কিন্তু আগুন জ্বললো না, খাদেম খুবই অবাক হলো, রাতে ঘুমালে তখন হযরত বিবি আমেনা বিনতে সায়্যিদুনা ইমাম মুসা কাযিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا স্বপ্নে তাশরিফ এনে বললেন: যার তেল তাকে ফেরত দিয়ে দাও, কেননা আমরা শুধু পবিত্র ও হালাল সম্পদ গ্রহণ করে থাকি, তাকে জিজ্ঞাসা করো যে, এই তেল কোথা থেকে আনলো? সকাল হলে খাদেম তেলের মালিকের কাছে গিয়ে তাকে বললো: তোমার তেল ফিরিয়ে নাও। সে বলতে লাগলো: কেন? খাদেম উত্তর দিলো: এতে আগুন জ্বলছে না এবং হযরত বিবি আমেনা বিনতে সায়্যিদুনা ইমাম মুসা কাযিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا আমাকে স্বপ্নে আদেশ করেছেন যে, আমরা শুধু পবিত্র সম্পদই গ্রহণ করি। তেলের মালিক খাদেমকে বললো: হযরত বিবি আমেনা বিনতে সায়্যিদুনা ইমাম মুসা কাযিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا ঠিকই বলেছেন, আমি একজন গনক (অর্থাৎ জ্বীনদের থেকে জেনে নিয়ে জানানো ব্যক্তি), তারপর সেই তেল নিয়ে চলে গেলো। **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ১/৩৮৪)**

www.dawateislami.net

সৈয়দ ব্যতীত কি কেউ পীর হতে পারবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেকে এটা মনে করে যে,, শুধু আলে রাসূল অর্থাৎ সৈয়দরাই পীর হতে পারবে, সৈয়দ ব্যতীত কেউ পীর হতে পারবে না। এই ধারণা সঠিক নয়। আমার প্রিয় আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: (পীর হওয়ার জন্য সৈয়দ ও রাসূল পরিবারের হওয়া আবশ্যক মনে করা) এটা নিছক ভ্রান্ত ধারনা। পীর হওয়ার জন্য চারটি শর্ত[১] আবশ্যক, সৈয়দ বংশের হওয়াও কোন প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ! এসব শর্তের পাশাপাশি যদি সৈয়দজাদাও হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। এছাড়া একে জরুরী শর্ত সাব্যস্ত করা অন্যান্য সমস্ত তরীকতের সিলসিলাকে বাতিল করারই নামান্তর। সোনালী সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় সায়্যিদুনা ইমাম আলি রযা ও হযরত আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর মাঝখানে যতজন মাশায়িখ রয়েছেন কেউই সৈয়দজাদা নন এবং সিলসিলায়ে আলীয়ায় তো আমিরুল মুমিনিন মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরেই ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, তিনি সৈয়দও নন কুরাইশীও নন এমনকি আরবীও নন এবং সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দিয়ার বিশেষ সূচনাই হলো হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে, অনুরূপ অন্যান্য সিলসিলাও। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৭৬)**

---

১. (১) বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন সুন্নি হওয়া। (২) এতোটুকু জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া যে, কিতাব থেকে নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা বের করতে পারে। (৩) ফাসিকে মুলিন অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারী না হওয়া (একবার কবিরা গুনাহকারী বা সগিরা গুনাহ বারবার সম্পাদনকারী অর্থাৎ তিনবার বা ততোধিক সগিরা গুনাহ সম্পাদনকারী বা সগিরা গুনাহকে ছোট মনে একবার সম্পাদনকারী ফাসিক হয়ে থাকে যদি প্রকাশ্যে করে তবে সে ফাসিকে মুলিন।) (৪) তার বাইয়াতের সিলসিলা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সংযুক্ত থাকা।

(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২১/৬০৩)

www.dawateislami.net

মিলা সিলসিলায়ে কাদেরী ফযলে বর সে,
মে হোঁ কিস কদর বখতোয়ার গাউসে আযম কা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে ইমাম আলী রযা! আল্লাহ পাক হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছেন। তাঁর নেকীর দাওয়াতে অসংখ্য কাফের মুসলমান হয়েছে। কাদেরীয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ এবং তাঁর খলিফা হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁরই দাওয়াতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং বিলায়েতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হন। (শরহে শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ৬৪ পৃষ্ঠা)

আমি মহিমা বর্ণনা করতে পারবো না

আরবের বিখ্যাত কবি আবু নাওয়াসকে কেউ বললো যে, তুমি হযরত ইমাম মুসা কাযিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাহজাদা হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ব্যাপারে কোন কবিতা লিখছো না কেনো? আবু নাওয়াস তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদায় কিছু প্রশংসনীয় পংক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন:

قُلۡتُ لَا اَسۡتَطِيۡعُ مَدۡحَ اِمَامٍ كَانَ جِبۡرِيۡلُ خَادِماً لِاَبِيۡهِ

অর্থাৎ আমি হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শান ও মহত্ব কিভাবে বর্ণনা করবো, যখন ফিরিশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাইল عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ (অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খাদিম। (ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ২/২৩৭)

www.dawateislami.net

মুবারক সন্তান

তাঁর পাঁচজন শাহজাদা ও একজন শাহজাদী ছিলো। তাঁদের বরকতময় নাম হলো: হযরত ইমাম তকী, জাফর, হাসান, হুসাইন, ইব্রাহিম رَحِمَهُمُ الله এবং শাহজাদীর বরকতময় নাম হলো আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا। (মাসালিকুস সালিকীন, ১/২৩৫)

লাঞ্ছিত দুনিয়ার ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার ভালোবাসা অন্ধ হয়ে থাকে, এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার মোহে মত্ত হয়ে কোনো দুষ্ট ব্যক্তি সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কেও কয়েকবার বিষপান করিয়েছে এবং অবশেষে বিষক্রিয়াই ওফাতের কারণ হয়। এছাড়াও হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন বারআ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মূসা কাযিম, ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের কারণও ছিল বিষ। (আশিকে আকবর, ৪২ পৃষ্ঠা)

দাফনের স্থান বর্ণনা করে দিলেন

এক ব্যক্তির বক্তব্য হলো: আমি হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মদীনা মুনাওয়ারায় দেখেছি। মসজিদে হারুনুর রশিদ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমাকে এবং একে (হারুন) তুমি দেখবে যে, একই ঘরেই আমাদের দু'জনকে দাফন করা হবে। অনুরূপভাবে হারুনুর রশিদ মসজিদে হারামের একটি দরজা দিয়ে বাইরে

www.dawateislami.net

এলেন এবং হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অন্য দরজা দিয়ে বাইরে এলেন এবং বললেন: হে সেই ব্যক্তি! যে বাড়ির দিক থেকে আমার থেকে দূরে, কিন্তু তোমার সাথে আমার সাক্ষাতের জায়গা একই। নিশ্চয় তুস আমাকে এবং তোমাকে উভয়কেই একত্রিত করে দিবে।

(জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/৩১২)

মৃত্যুর সময়ের খোরাক সম্পর্কে বলে দিলেন

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ আহলে বাইতের নয়নমণি হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের ওফাত শরীফের পূর্বে বললেন: আমি ওফাতের পূর্বে আঙ্গুর ও আনার খাবো। অতঃপর এমনি হলো। **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ২/৩১১)** কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী ২১শে রমযান ২০৩ হিজরীতে ৫৫ বছর বয়সে হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আঙ্গুরে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মাযার শরীফ ইরানের মাশহাদে মুকাদ্দাস নামক স্থানে অবস্থিত।

(তাহযীবুল কামাল, ২১/১৫২। তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

জিস মুসলমানো নে দেখা উনহে এক নযর,
উস নযর কি বাছারত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net